মাজেদের প্রাণ ভিক্ষার আবেদন রাষ্টপতির কাছে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদ রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেছেন।

বুধবার কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে এ আবেদন করেন আবদুল মাজেদ।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বিকালে তিনি কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। তার আবেদনটি প্রোপার চ্যানেলে রাষ্টপতির কাছে পাঠানো হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বরখাস্ত হওয়া ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ ২৩ বছর ধরে কলকাতায় আত্মগোপনে ছিলেন। করোনা পরিস্থিতে সম্প্রতি তিনি ঢাকায় আসেন। এরপর গত সোমবার দিবাগত রাত ৩টার পর রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

মঙ্গলবার তাকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত কাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশন দেন।

বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের নাতি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলা শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিব উল্যাহ পলাশ বিশ্বাস বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের নাতি। মুজিব উল্যাহ ওরফে পলাশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়। এরপর এ কমিটি স্থগিত করা হলে

প্রভাবশালীদের চাপে তা পুনরায় বহাল রাখা হয়। একই পরিবারের এক নারীও সরকারি চাকরিজীবী।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বঙ্গবন্ধুর খুনি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদ গ্রেফতার হয়েছেন গতকাল রাতে। কিন্তু তার আগে থেকেই ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খুনি মাজেদের নাতি মুজিব উল্যাহ পলাশ মিয়া।

এলাকায় খবর নিয়ে জানা যায়, যে কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুজিব উল্যাহ পলাশ মিয়া, সেই কমিটি একবার স্থগিত করা করা হয়েছিল। পরে একটি প্রভাবশালী মহলের চাপে সেই কমিটি আবার বহাল করা হয়। খুনি মাজেদ গ্রেফতারের খবরে বোরহানউদ্দিনের চায়ের কাপে ফের ঝড়, এবার সেই প্রভাবশালী মহলের স্বরূপ উন্মোচন করা হোক, যারা দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের পরিবারকে ভয়ঙ্কর রকমের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন।

এলাকায় এখন এটাও বলাবলি হচ্ছে, খুনি মাজেদের পরিবারের এক নারী সদস্যকে সরকারি প্রাইমারি স্কুলের চাকরিও পাইয়ে দেয়া হয়েছিল। পরে এলাকার মানুষের আপত্তির মুখে ও গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিকে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিব উল্যাহ পলাশ বিশ্বাস খুনি মাজেদের নাতি কিনা জানতে চাইলে ভোলা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. রিয়াজ মাহমুদ প্রথমে জানেন না বলে দাবি করেন। তারপর বলেন, ‘এ কমিটি আমরা দেইনি। আমরা কিছু করতে পারি না’।

দ্বিতীয়বার তাকে কল দিলে তিনি বলেন, ‘মুজিব উল্যাহ পলাশ খুনি মাজেদের নাতি না। কোটা লাগাইন্না নাতি হতে পারে’। এরপর তিনি প্রতিবেদককে ধমক দিয়ে বলেন, ‘আমরা কমিটি দিছি আমরা জানি না। আপনি কী জানেন?’

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা দুপুরে এ তথ্য পেয়েছি। এটি খুবই দুঃখজনক। আমাদের সময় কমিটির আগে সে নেতা হওয়ায় আমরা বিস্তারিত জানি না। এখন খবর নেয়া হচ্ছে। এ ঘটনার সঙ্গে কে কে জড়িত তা আমরা খুঁজে বের করব। তাদের শাস্তির আওতায় আনব’।

দেশে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের বহনে প্রস্তুত বিমান বাহিনীর বিশেষ হেলিকপ্টার

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নীতিমালা অনুসরন করে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ‘In Aid to Civil Power’ এর আওতায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জরুরী বিমান পরিবহন এবং মেডিক্যাল ইভাকোয়েশন (MEDEVAC) সহায়তা প্রদান করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত, বিবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি এর দিক নির্দেশনায় বিমান বাহিনীর একটি এডব্লিউ-১৩৯ মডেলের হেলিকপ্টারের অর্গানিক স্ট্রেচারকে বিশেষভাবে রুপান্তর করে করোনা রোগীকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্ট্রেচারটিতে একটি কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে যা প্লাষ্টিক দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত থাকবে। এই আচ্ছাদনের ভিতরে অক্সিজেন মাস্ক এর মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা থাকবে। এই প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাটি এমনভাবে সম্পাদন করা হবে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত থাকে এবং একই সাথে স্থানান্তর কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ হতে সুরক্ষিত থাকে। এই নীতির অনুসরনে বিমান বাহিনী একটি অনুশীলন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। সূত্র- বিমান বাহিনী ফেসবুক পেজ

এরই ধারাবাহিকতায়, বিমান বাহিনীর অন্যান্য হেলিকপ্টার ও পরিবহন

বিমানগুলোতে এধরনের সুবিধা সংযোজনের বিষয়টি চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, সড়কপথে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবহনের জন্যও এরূপ বিশেষায়িত স্ট্রেচার (Cubicle Stretcher) ব্যবহার করা যেতে পারে। উড্ডয়ন নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার চেতনার সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করোনা মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত।

আক্রান্ত স্বামীর পাশে থেকেও স্ত্রীর করোনা নেগেটিভ!

করোনাভাইরাস পজেটিভ নিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার পরেও তার স্ত্রীর শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি মেলেনি। ওই ব্যক্তির সঙ্গে হাসপাতালে এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান করছিলেন তার স্ত্রী। সেখানে কোনো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই স্বামীর সেবা করেছেন তিনি।

এরপরও পরীক্ষায় করোনা নেগেটিভ আসার ঘটনাটিকে মিরাকল বলে অভিহিত করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

বগুড়ার একমাত্র আক্রান্ত ওই ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ার পর রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরামর্শে তার স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে গত রোববার রাজশাহী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। সোমবার রাতে নমুনার রেজাল্ট পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. শফিক আমিন কাজল জানান, করোনা রোগীর সংস্পর্শে থাকা তার স্ত্রীর শরীরে করোনার কোনো উপস্থিতি মেলেনি। এটা মিরাকল বলা চলে। কারণ ওই নারী এক সপ্তাহ ধরে স্বামীর পাশে থেকে সেবা করেছেন।

আর হাসপাতালে রোগীর সংস্পর্শে আসা আরও একজন তার মেয়ে জামাইকে রংপুরের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখায় তার নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির করোনা পজেটিভ

হলেও শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

করোনার সংক্রমণ শুরু হলে গত ২৯ মার্চ রাতে একটি ট্রাকে চড়ে রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে রংপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। ট্রাকে আরও ১৫ থেকে ২০ জন মানুষ ছিলেন। পথে জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট শুরু হলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এমন আতঙ্কে ওই ব্যক্তিকে ভোররাতে বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেয়া হয়। সূত্র- জাগো নিউজ ২৪. কম

দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার পর পুলিশের সহযোগিতায় একটি রিকশাভ্যানে তাকে প্রথমে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। সেখান থেকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুদিন রাখা হয়। পরে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

নমুনা পরীক্ষায় তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। বগুড়ায় তিনিই একমাত্র করোনা পজেটিভ রোগী। ওই রোগীর শরীরে করোনা পজেটিভ আসার পর চিকিৎসার প্রয়োজনে সংস্পর্শে আসা বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের প্রধানসহ ৫ চিকিৎসক ও ৮ নার্স এবং অন্যান্য মিলে মোট ১৬ জনকে গত শুক্রবার থেকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

এছাড়া বাসস্ট্যান্ডে ওই রোগীকে ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে সংস্পর্শে আসা স্থানীয় এক ব্যক্তি এবং শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বগুড়া পর্যন্ত বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স চালককেও কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। এদিকে সেই ট্রাকের এখনও কোনো হদিস মেলেনি। স্থানীয় প্রশাসন ট্রাকের সন্ধান করার পাশাপাশি ওই ভ্যানচালককেও খুঁজছে।

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আলমগীর কবির বলেন, হাসপাতালের সিসিটিভি দেখে ভ্যানচালককে শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু কোনো কিছুতেই তার হদিস মিলছে না। আবার যে ট্রাকে চড়ে তিনি ঢাকা থেকে মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে এসেছেন, তাকেও শনাক্ত করা যাচ্ছে না।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সুত্র-যুগান্তর

ঢাকায় আরও এক মৃত্যু, গিয়েছিলেন ত্রাণ দিতে

মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার কনকসার গ্রামের আবদুল ওহাব দেওয়ান
(৬২) ঢাকার ওয়ারির র্যাংকিং স্ট্রিটের বাসিন্দা।

গত শুক্রবার গ্রামের বাড়িতে করোনাভাইরাসের কারণে ১০/১৫ জন দুঃস্থের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। পরে ঢাকায় ফিরে হঠাৎ জ্বর, সর্দি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হন। করোনার উপসর্গ দেখা দিলেও তিনি এটি খুব একটা পাত্তা দেননি, যাননি হাসপাতালে। কিন্তু সোমবার সকাল ৭টার দিকে মারা যান ওহাব দেওয়ান।

মরদেহের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় আইইডিসিআর। রাত ৯টার দিকে জানানো হয় ওহাব দেওয়ান করোনাভাইরাসে মারা গেছেন।

সুত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

বঙ্গবন্ধুর খুনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল মাজেদ গ্রেফতার

বঙ্গবন্ধুর খুনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আসামি আবদুল মাজেদকে কিছুক্ষণের মধ্যেই আদালতে তোলা হচ্ছে।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি হওয়ায় আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগার পাঠানো হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর মিরপুর সাড়ে ১১ থেকে গতকাল রাত ৩টার দিকে আবদুল মাজেদকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

রমজানে অফিসের সময়সূচি নির্ধারণ

পবিত্র রমজান মাসে সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অফিস সময় আট ঘণ্টার পরিবর্তে সাড়ে ৬ ঘণ্টা নির্ধারণ করেছে সরকার।

সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক এ সিদ্ধান্ত হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক,

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশিকে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। তারা সবাই বৈঠকে মাস্ক পরে ছিলেন। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা টেবিলে বসার ব্যবস্থা ছিল।
পরে দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, পবিত্র রমজান মাসে সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অফিস শুরু হবে সকাল ৯টায়। শেষ হবে বিকাল সাড়ে ৩টায়। মাঝে বেলা সোয়া ১টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত যোহরের নামাজ আদায়ের জন্য বিরতি থাকবে। অর্থাৎ রমজানে অফিস সময় আট ঘণ্টার পরিবর্তে সাড়ে ৬ ঘণ্টা হবে। অন্য সময় অফিস সময়সূচি থাকে ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। আর শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, ব্যাংক, বিমা, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ডাক, রেলওয়ে, হাসপাতাল, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাদের সার্ভিস অতি জরুরি তারা নিজস্ব বিধিবিধান অনুযায়ী জনস্বার্থ বিবেচনা করে তাদের নিজস্ব অফিস সময়সূচি নির্ধারণ করবে।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

রাজধানীর সড়কে লাশ, করোনার ভয়ে কাছে গেলেন না কেউ

রাজধানীর শ্যামপুর থানার জুরাইন নতুন সড়ক থেকে অজ্ঞাত এক

ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখেও করোনাভাইরাস সংক্রমণ আতঙ্কে কেউ এগিয়ে যায়নি বলে জানায় পুলিশ।

রবিবার রাতে শ্যামপুর থানার ডিউটি অফিসার এসআই কানাই জানান, গত শনিবার রাত ২টার দিকে জুরাইনের নতুন রাস্তা থেকে অজ্ঞাত ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য তার মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে শ্যামপুর থানার ওসি মফিজুল আলম বলেন, রাস্তার পাশে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে মানুষ থানায় খবর দেন। পরে আমরা গিয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছি। মৃত ব্যক্তির পরিচয় ও তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়নি।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন